ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কত টাকার মালিক অমিতাভ-জয়া, জানালেন অভিনেত্রী নিজেই

পৃঃ ৫

সেঞ্চুরি করেও 'ক্ষমা চাইলেন' জাদেজা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৪৯ ● কলকাতা ● ০৭ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাতের মধ্যেই মিটবে

আধার কার্ডের সমস্যা: সুকান্ত মজুমদার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাত্র ২৪ ঘণ্টা, তার মধ্যেই মিটে যাবে এই রাজ্যের বাসিন্দাদের আধার কার্ডের সমস্যা। দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে তেমনই দাবি করেছেন বিজেপির রাজ্যসভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তবে আধারকার্ড নিয়ে দাবির পাশাপাশি এই রাজ্যের উদ্বাস্তু সমস্যার কথাও তুলে ধরে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, এই রাজ্যে উদ্বাস্তু সমস্যা রয়েছে সেই কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের কোনও নেতা বা মন্ত্রী স্বীকার করেন না।এই রাজ্যে ৬০-৭০ জনের আধারকার্ড বাতিল হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছিলেন যাতে রাজ্যের মানুষ ভোট দিতে না পারে তারজন্য আধারকার্ড বাতিল করা হচ্ছে। যা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুলও তুলেছিল। তারপরই দিল্লিতে সুকান্ত মজুমদার এই বার্তা দিয়েছেন। অন্যদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়ে বলেছেন, মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আধার কার্ডের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।তাতেই এজাতীয় সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলেও তিনি বলেন। তবে তিনি আরও জানিয়েছেন, আজ অর্থাৎ সোমবার রাতের মধ্যেই এই রাজ্যে যাদের আধারকার্ড ডি-অ্যাকডিভয় হয়েছে তাদের আধারকার্ড অ্যাকটিভ হয়ে যাবে। দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক বিজেপির রাজ্যসভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ডি-অ্যাকটিভেটেড আধার কার্ড রাতের মধ্যেই অ্যাকটিভ হয়ে যাবে। যদি রাতের পরেও আধার কার্ড নিয়ে সমস্যা থাকে তাহলে স্থানীয় বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। রিজিওনাল অফিসেও যোগাযোগ করতে পারেন। কিন্তু আঞ্চলিক অফিসে স্থানীয় মানুষদের যাওয়ার কোনও দরকার নেই, এলাকার বিজেপির নেতারাই এই কাজটি করে দিতে পারবে। কিন্তু তার কোনও প্রয়োজন নেই। রাতের মধ্যেই আধার সমস্যা মিটবে বলেও দাবি করেছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, দিল্লিতে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করে রাজ্যের আধারকার্ডের সমস্যা জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সমস্যা সমাধানে আশ্বস্ত রয়েছে। সুকান্ত মজুমদার আরও বলেছেন, এটি প্রযুক্তিগত ত্রুটি।

সন্দেশখালি যেতে পারবেন শুভেন্দু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি যেতে পারবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তবে যে সব এলাকা থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র সেখানে যেতে পারেন শুভেন্দু। এদিন সন্দেশখালি যেতে চেয়ে শুভেন্দুর করা মামলার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানান বিচারপতি কৌশিক চন্দ।গত শুক্রবার বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে মামলা দায়ের করেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার এই মামলার শুনানিতে সোমবার বিচারপতির পর্যবেক্ষণ যে সব এলাকা থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হয়েছে, সেখানে যেতে পারেন বিরোধী দলনেতা। সেক্ষেত্রে তার গতিবিধির ওপর পুলিশ বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। তবে বিধিনিষেধ বৈধতা খতিয়ে দেখবে আদালত।পাশাপাশি সন্দেশখালির নির্দিষ্ট কোন জায়গায় শুভেন্দু যেতে চান সেই নিয়েও বিকেল ৩টের মধ্যে তার মত জানানোর নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই

এরপর ৩ পাতায়

আধারের বিকল্প কার্ড দেবে রাজ্য, কাল থেকে চালু হচ্ছে পোর্টাল, বললেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদের আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়েছে তাদের রাজ্য বিকল্প কার্ড দেবে। এই কার্ড দিয়েই সবরকম সুযোগ সুবিধা পাবেন তাঁরা। জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হওয়ার অভিযোগ মিলতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবারই সিউড়ির জনসভায় উপস্থিত মুখ্যসচিব বিপি গোপালিককে আধার নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর মঞ্চ হিসেবে একটি পোর্টাল তৈরির নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার থেকেই এই পোর্টাল কার্যকর হবে বলে জানালেন মমতা।গত কয়েকদিনে রাজ্যের নানা প্রান্তে বেশ কিছু মানুষের আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

ডাকযোগে 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (ইউআইডিএআই) রাঁচির আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে চিঠি পেয়েছেন তাঁরা। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের জৌগ্রাম, আবুজহাটি এলাকায় প্রায় ৬০ জনের কাছে চিঠি আসার পরেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। হুগলির কোদালিয়া ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রবীন্দ্রনগর সুকান্তনগর কৃষ্ণপুর এলাকাতেও অনেকের কাছেই আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়েছে

এরপর ৩ পাতায়

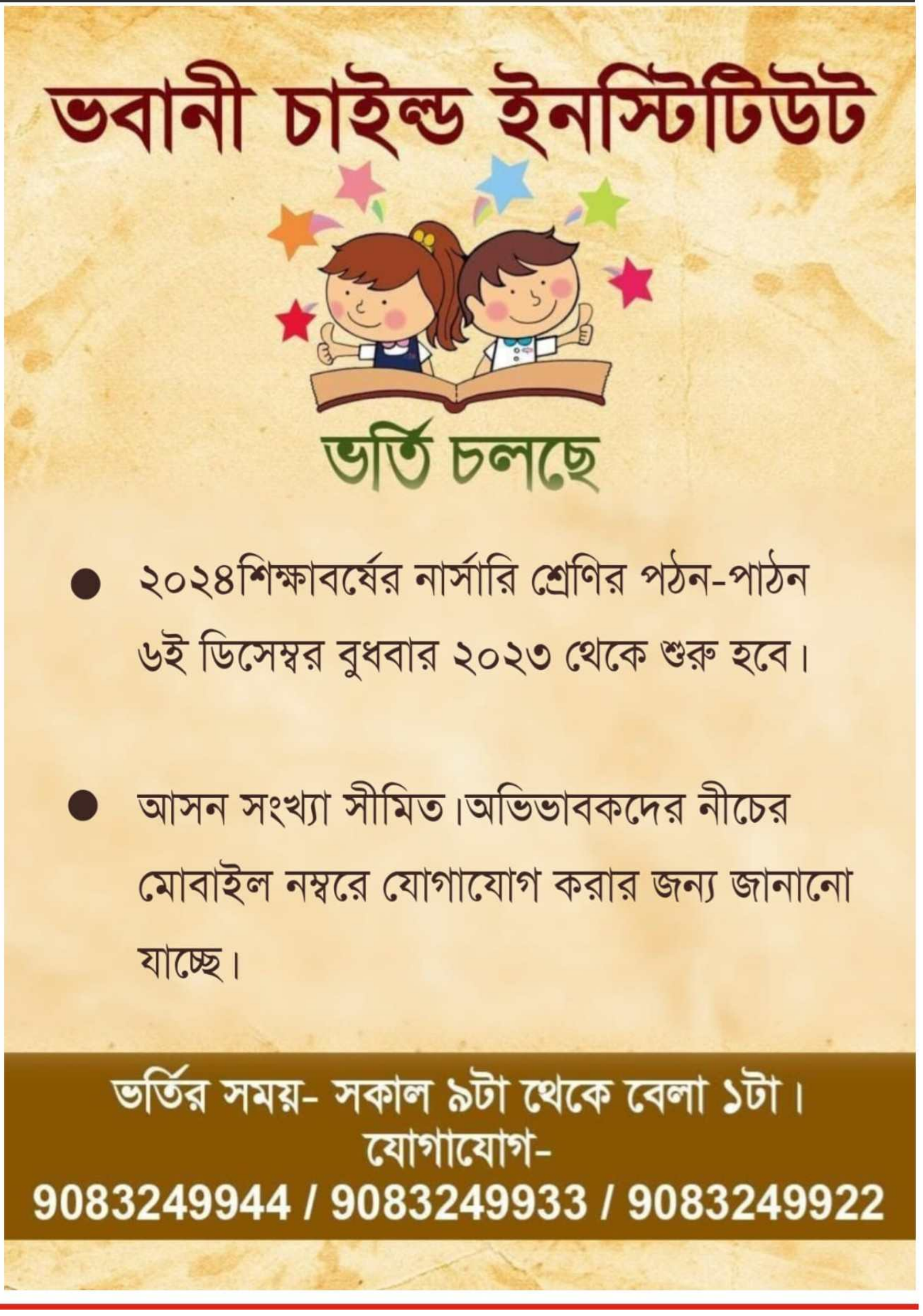

বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নত করতে

অত্যাধুনিক তার বসানোর কাজের সূচনা

আমিরুল ইসলাম, মালদা: নিউজ সারাদিন : বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নত করতে এবং বিদ্যুৎ কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দুর্ঘটনা এড়াতে আর ডি এস এস প্রকল্পের অধীনে অত্যাধুনিক তার বসানোর কাজের সূচনা হলো। রতুয়া ২ ব্লকের পরানপুর এলাকায় বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই কাজের সোমবার সূচনা হয়। এই কাজ পরিদর্শন করেন বিধায়ক সমর মুখার্জি ছাড়াও পরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের প্রতিনিধির শেখ শাহজাহান সহ বিদ্যুৎ বিভাগের আধিকারিকরা।রতুয়া ২ ব্লক এলাকা সুরে সমস্ত প্রান্তের বিদ্যুতের যে তার তা বদল করা হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের তরফে এ কাজের সোমবার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আরডিএসএস প্রকল্পের অধীনে বিদ্যুতের যে তার সমস্তটাই বদল করা হবে। তার পরিবর্তে অঠ কেবল অর্থাৎ উন্নত তার দেওয়া হবে। এই অত্যাধুনিক তার দেওয়ার ফলে সমস্ত প্রান্তে বিদ্যুৎ পরিষেবা আরো উন্নত হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যেয়ে বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা তা দূর হবে। সাধারণ মানুষ বিদ্যুৎ পরিষেবা ভালো পাবে। তাই আগামী দিনগুলিতে লাগাতার এই কাজ চলবে তারিখ অনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করে দেয়া হলো সোমবার।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আর্থিক স্বাক্ষরতা

এবং ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সচেতনতা শিবির

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : আর্থিক তছরুপের হাত থেকে বাঁচার জন্য জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে, এই অঙ্গীকার নিয়ে ভারতীয় পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক উদ্যোগ নিয়ে এক সচেতনতা শিবির আয়োজন করলো ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০২৪ সোমবার। নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার বেতাই ডঃ বি আর আম্বেদকর কলেজ সভা কক্ষে। আর্থিক সাক্ষরতা নিয়ে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক,জেলা প্রশাসন এবং ক্রিসিল ফাউন্ডেশন উদ্যোগে ডিজিটাল ফিন্সিয়াল লিটেরেসির সচেতনার শিবিরে আয়োজন করেন। ডঃ বি আর আম্বেদকর কলেজের সহযোগিতায় এই সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো।উক্ত শিবিরে ক্রিসিল ফাউন্ডেশন এর পক্ষে নদীয়া জেলার অ্যাসিস্ট্যান্ট এরিয়ার ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন এবং সহযোগী ঝুমা রায়, ইন্দ্রজিৎ মন্ডল এর উদ্যোগে এই শিবির । নদিয়া জেলা প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সৈকত গাঙ্গুলী PD DRDC পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সার্কেল অফিসার তাপস কান্তি ঝাঁ, সৈকত দে DDM নাবার্ড,পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ম্যানেজার রণবীর ঘোষ, সার্কেল ম্যানেজার সঞ্জিত প্রামানিক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক। এলডিএম টাপু দত্ত। ডঃ বি আর আম্বেদকর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর পীযূষ কান্তি দেব এবং কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকরা উপস্থিত ছিলেন এই সচেতনতা শিবিরে। কলেজের প্রায় আড়াইশো ছাত্র ছাত্রী উপস্থিতিতে এই সচেতনতা শিবিরে আলোচনা হয়, ব্যাংকে না গিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িতে বসেই কিভাবে অন লাইন মাধ্যমে লেন দেন করবেন। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন যোজনার মধ্যে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, প্রধান মন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা, ইত্যাদি বিষয়ে জেলার আধিকারিকগন আলোচনা করেন।ক্রিসিল ফাউন্ডেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট এরিয়া ম্যানেজার আনোয়ার হোসেন শিক্ষা শিবিরে বলেন কিভাবে আর্থিক স্বাক্ষরতা নিয়ে ক্রিসিল ফাউন্ডেশন নদীয়া জেলার বিভিন্ন ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামে সাধারণ মানুষদের নিয়ে সচেতনতার কাজ করছে তা স ভায় আলোচনা করেন। এখনো প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ আর্থিক তছরূপে মধ্যে বিভিন্ন সংস্থায় অর্থ রেখে প্রতারিত হচ্ছে। ভারত সরকার, রাজ্য সরকার, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন রকম সচেতনতামূলক ক্যাম্প করে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করার কারণ ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তারাই এই শিক্ষা নিলে পরে এলাকার মানুষদের সচেতন করতে পারবেন সেই কারণেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এই সচেতন শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই সচেতন শিবির আয়োজন করার জন্য প্রিন্সিপাল সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পরীক্ষাকেন্দ্রে জলের বোতল ও

পিচবোর্ড প্রবেশের অনুমতি না দেওয়াকে কেন্দ্র করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : পরীক্ষাকেন্দ্রে জলের বোতল ও পিচবোর্ড প্রবেশের অনুমতি না দেওয়াকে কেন্দ্র করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে তুমুল গন্ডগোল।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা।ঘটনা স্থলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিভাবকদের অভিযোগ, প্রথম দিন কেন্দ্রে পিচবোর্ড নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেও আজ হঠাৎ করে জলের বোতল ও পিচবোর্ড নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেইনি।স্কুল থেকে জল খেয়ে প্রথমদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন এক পরীক্ষার্থী বলে অভিযোগ।আর আজ পিচবোর্ড নিয়ে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন পরীক্ষার্থীরা।আর এই নিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে তুমুল গন্ডগোল হয়।

শেষমেষ অনেক পরীক্ষার্থী পিচবোর্ড ছাড়াই কেন্দ্রে প্রবেশ করতে বাধ্য হন।

জানা গিয়েছে তুলসীহাটা উচ্চ বিদ্যালয় ও দৌলতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্র হয়েছে মহেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে।

সংসদের তলবে দিল্লি যাচ্ছেন না

রাজীব-গোপলিকা, সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করল নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটির ডাকে এখনই দিল্লি যাচ্ছেন না রাজ্যের মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা ও রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা শাসক শরদ দ্বিবেদী, জেলার পুলিশ সুপার হোসেম মেহেদি রহমান এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষও এ ব্যাপারে তাঁদের অপারগতার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।নবান্ন কর্তারা মনে করছেন, গোটা বিষয়টির নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনকে খামোখা হেনস্থা করা হচ্ছে। সুকান্ত মজুমদার সন্দেশখালি অভিযানে যাচ্ছিলেন। যা তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল। এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে তাঁকে বাধা দিয়েছিল পুলিশ। এরপর যদি ডিজি ও মুখ্য সচিবকে দিল্লিতে ডাকা হয় তা হলে তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আগামী দিনে বিজেপি সাংসদরা এভাবে রাজনৈতিক অভিযান করলে এবং আইনশঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে পুলিশ তাঁদের গতিবিধি নিয়ে আপত্তি করলেই তো দিল্লিতে ডাকা সরকারের আমলাদের এই প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জন্য ভাল নয়।শুধু তা নয়, নবান্ন সূত্রের দাবি, এ ব্যাপারে সংসদের প্রিভিলিজে কমিটির নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলেন রাজ্যের মুখ্য সচিব।

সন্দেশখালি যাওয়ার পথে গত বুধবার পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত বালুরঘাট লোকসভার সাংসদ। তিনি লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটি তথা স্বাধিকার রক্ষা কমিটির কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁকে নৃশংস ভাবে মারধর

এরপর ৩ পাতায়

মঙ্গলবার চোপড়ায় রাজ্যপাল, তৃণমূলের দাবিতে

সাড়া দিয়ে রাতের ট্রেনে যাচ্ছেন বোস

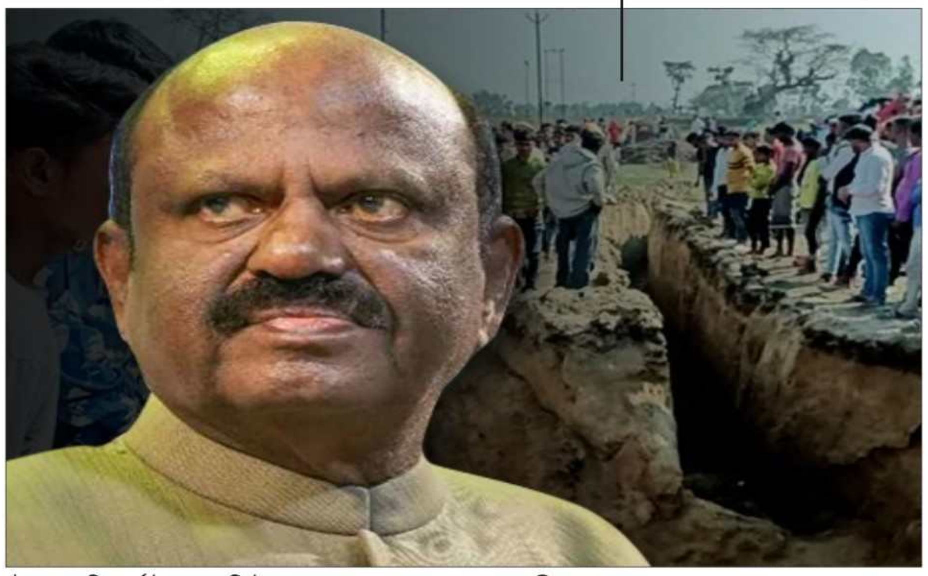

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার চোপড়া যাচ্ছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সোমবার রাতের দার্জিলিং মেলে কিষাণগঞ্জ স্টেশনের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। রাজভবনের বিবৃতিতে তেমনটাই জানানো হয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে মঙ্গলবার সকালেই কিষাণগঞ্জ পৌঁছবেন রাজ্যপাল।প্রসঙ্গত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতনাগছ এলাকায় বিএসএফ একটি নর্দমা কাটছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানেই খেলা করছিল শিশুরা। আচমকাই ধস নেমে দুর্ঘটনা ঘটে। মাটির নীচে চাপা পড়ে চার শিশু। বিএসএফ জওয়ানেরা তাঁদের উদ্ধার করে চোপড়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সেখানেই চার শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিতসকেরা। ঘটনাটিতে বিএসএফের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। যদিও বিএসএফের তরফে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, তারা কোনও খননকার্য চালায়নি।

তৃণমূল সূত্রের খবর, শীঘ্রই চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল চোপড়া যাবে। তাঁরা ওই চার শিশুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলবেন। এরপর ফিরে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বকে রিপোর্ট দেবে।বিহারের কিষাণগঞ্জ স্টেশনে নেমে সড়কপথে তাঁর চোপড়া পৌঁছনোর কথা রয়েছে।

সোমবার রাত ১০টা ০৫ মিনিটের দার্জিলিং মেলে শিয়ালদা থেকে ট্রেনে করে কিষাণগঞ্জ যাবেন রাজ্যপাল। কিষাণগঞ্জ থেকে সড়ক পথে চোপড়া যেতে লাগবে দেড় ঘণ্টা। তার জন্যই রাজ্যপাল দার্জিলিং মেলে করে কিষাণগঞ্জ যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে রাজভবন সূত্রের খবর।

উত্তর ২৪ পরগণার চোপড়ায় শিশু মৃত্যুর ঘটনায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সন্দেশখালি নিয়ে যখন একের পর এক রাজ্যে-কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্ব তৃণমূলকে নিশানা করছে. ঠিক তখনই চোপড়ায় শিশু মৃত্যুতকে হাতিয়ার করেছে শাসক দল। রাজ্যপাল সন্দেশখালি গেলে, চোপড়া কেন যাবেন না? বার বার সেই প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল।কয়েকদিন আগে রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল রাজভবনে আসেন। চোপড়ার শিশুমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রাজভবনে স্মারকলিপি জমা দেয় তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। সেই দলে ছিলেন কুণাল ঘোষ, ব্রাত্য বসু এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ ন'জন প্রতিনিধি। এরপর শাসক দলের তরফে জানানো হয়েছিল, চোপড়ায় যাওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস। তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের পাঁচ দিন পর মঙ্গলবার চোপড়ায় যাচ্ছেন রাজ্যপাল।

ডায়মণ্ড হারবারে লোকমাতা রাণী রাসমনির

প্রয়াণ দিবস উদযাপন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ ডায়মণ্ড হারবার সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন স্থানে লোকমাতা রাণী রাসমনির প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে তাঁর মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ডায়মণ্ড হারবার চাষী কৈবর্ত সমাজের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে ত্রিকোণ পার্কে রাণী রাসমনির মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সৌজন্যে ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে আয়োজিত আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন চাষী কৈবর্ত সমাজের সভাপতি নীহার রঞ্জন মণ্ডল। চাষী কৈবর্ত সমাজের সম্পাদক সিদ্ধানন্দ পুরকাইত রাণী রাসমনির জীবনাদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তাঁকে "কৈবর্ত শিরোমণি" বলে উল্লেখ করেন এবং তাঁকে আদর্শ করে সমাজের অবহেলিত বঞ্চিত মাহিষ্য চাষী কৈবর্ত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ কৈবর্ত সমাজ হিসাবে জেগে ওঠার ডাক দেন। বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজকর্মী তপনকান্তি মণ্ডল রাণী রাসমনিকে "ভারতের নবজাগরণের জননী" রূপে তাঁর দিব্যজীবন ব্যাখ্যা করেন। আলোচনা সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ বৈদ্য, সুরজিৎ হালদার, তাপস কুমার আদক, কিঙ্কর হালদার প্রমুখ।

মণিপুরের সঙ্গে তুলনীয় নয়',

সন্দেশখালি ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি মামলায় হস্তক্ষেপই করল না শীর্ষ আদালত । সোমবার এই সংক্রান্ত শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। তাতে বিচারপতিরা জানান, এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করছে না। আবেদনকারীদের কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়েরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশের পর আবেদনকারী আলখ অলোক শ্রীবাস্তব মামলা প্রত্যাহার করে নেন। সন্দেশখালি ইস্যুতে লাগাতার রাজ্য সরকারের উপর চাপ বাড়াচেছন বিরোধীরা। দিল্লিতেও সেই আঁচ ছড়িয়েছে। বিজেপির

এরপর ৩ পাতায়

ডায়মন্ড হারবারে যা কাজ হয়েছে

তা গোটা দেশে হয়নি', বার্তা অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গোটা দেশে কেউ যদি দেখাতে পারেন ডায়মন্ড হারবারের থেকে অন্য কোনো লোকসভা কেন্দ্রে বেশি কাজ হয়েছে তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব'। সোমবার বজবজ থেকে এভাবেই বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ করলেন অভিষেক ব্যানার্জি। এদিন চড়িয়াল সেতুর উদ্বোধনে বজবজ গিয়েছিলেন অভিষেক। সেখান থেকে গত দশ বছরে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন তিনি।সেতু উদ্বোধন করে অভিষেক বলেন, 'গত ৫৬ বছরে কোনো সাংসদ এই বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগ নেয়নি। এখানকার বাসিন্দাদের প্রায় পাঁচ দশকের দাবি এই চড়িয়াল ব্রিজ। সেই দাবি অবশেষে পূরণ হল। এই ব্রিজের জেরে প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন'। সামনেই লোকসভা নির্বাতন। তার আগে ফের একবার দলের কাজের খতিয়ান সাধারণ মানুষের কাছে এদিন তুলে ধরেন অভিষেক। বলেন, '৭০ হাজার মানুষকে বার্ধক্যভাতা দিচ্ছি আমরা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা ৫০০ থেকে ১০০০ করা হয়েছে। কেন্দ্র বাংলার ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে। আমরা আর দিল্লির ওপর ভরসা করব না। যাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন তাঁরা চিন্তা করবেন না। সবার অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে'।অভিষেক বলেন, 'গত দশ বছরে ডায়মন্ডহারবারে যে কাজ করছে তা দেশের অন্য কোথাও হয়নি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কেন্দ্রেও নয়'।

প্রধানমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশের সাম্ভালে শ্রী কল্কিধাম মন্দিরের শিলান্যাস করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ উত্তরপ্রদেশের সাম্ভাল জেলায় শ্রী কল্কিধাম মন্দিরের শিলান্যাস করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী কল্কিধাম মন্দিরের মডেলেরও আবরণ উন্মোচন করেন। শ্রী কল্কিধাম নির্মাণ করছে শ্রী কল্কিধাম নির্মাণ ট্রাস্ট যার চেয়ারম্যান আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু সাধু, আধ্যাত্মিক নেতা এবং অন্য বিশিষ্ট জন।

সমাবেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থানের যখন শিলান্যাস হচ্ছে তখন আরও একবার ভগবান শ্রী রাম এবং ভগবান শ্রী কৃষ্ণের ভূমি পূর্ণ হয়ে উঠেছে ভক্তি, ভাবাবেগ এবং আধ্যাত্মিকতায়। সাম্ভালে শ্রী কল্কিধাম মন্দিরের শিলান্যাসের সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মোদী এবং বলেছেন, এটি ভারতের আধ্যাত্মিকতার একটি নতুন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে বলে তাঁর বিশ্বাস। প্রধানমন্ত্রী মোদী সারা বিশ্বের সকল নাগরিক এবং তীর্থযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ধামের উদ্বোধনের জন্য ১৮ বছর অপেক্ষার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মনে হচ্ছে এরকম বহু কাজ যেন বাকি ছিল তাঁর জন্য। তিনি বলেন, মানুষ এবং সাধুসন্তদের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি সমস্ত অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবেন।

আজ ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জয়ন্তীর দিনে তাঁর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বর্তমানের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ, আমাদের আত্মপরিচয়ের গরিমা ও আত্মবিশ্বাসের জন্য শিবাজী মহারাজকে কৃতিত্ব দেন। প্রধানমন্ত্রী ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

মন্দিরের স্থাপত্যের উপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী জানান, এখানে থাকবে ১০টি গর্ভগৃহ। যেখানে ভগবানের ১০ অবতারই বিরাজ করবে। প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করে বলেন, যদিও শাস্ত্রে ১০ জন অবতারের কথা আছে তবে ভগবানের আরও নানা রূপ আছে, এমনকি মানব রূপও। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "জীবনে একজন ঐশ্বরিক চেতনা অনুভব করতে পারেন, আমরা সিংহ রূপে, বরাহ রূপে এবং কচ্ছপের রূপে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করেছি।" তিনি বলেন যে, এইসব রূপে ভগবানের স্থিতি থেকে বোঝা যায় মানুষ কিভাবে ঈশ্বরকে তার সামগ্রিক রূপে দেখেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী কল্কিধাম মন্দিরের শিলান্যাসের সুযোগ পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদের উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাধুসন্তদের উদ্দেশ্যেও প্রণাম জানান, তাঁদের দিক নির্দেশনার জন্য। প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ জানান শ্রী আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণমকেও।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণে আজকের অনুষ্ঠানটি আরও একটি সুন্দর মুহূর্ত। অযোধ্যাধামে রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং আবুধাবিতে সম্প্রতি মন্দিরের উদ্বোধনের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যা ছিল কল্পনার অতীত, তা এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে"।

পর পর এই ধরনের কর্মসূচির অন্তর্গত মূল্যবোধটি তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি আধ্যাত্মিকতার পুনরুত্থানের বিষয়ে বলতে থাকেন, কাশীতে বিশ্বনাথধাম, কাশীর রূপান্তর, সোমনাথের মহাকাল মহালোক এবং কেদারনাথ ধামের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "বিকাশ ভি বীরাসত ভি'-উন্নয়নের সঙ্গে ঐতিহ্যের মন্ত্র নিয়ে আমরা পথ চলেছি"। তিনি অত্যাধুনিক নগর পরিকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র স্থাপন, নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সঙ্গে মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশী লগ্নির সঙ্গে বিদেশ থেকে শিল্পবস্তু ফেরানোর তুলনা করেন। তিনি বলেন, এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সময়ের চাকা ঘুরে গেছে। তিনি লালকেল্লার প্রাঙ্গণ থেকে তাঁর আহ্বানের কথা জানান - 'ইয়ে হ্যয় সময়, ইয়ে হ্যায় সহি সময়' এবং নতুনকে আলিঙ্গন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। অযোধ্যায় শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ২০২৪-এর ২২ জানুয়ারি থেকে নতুন 'কালচক্র'-এর সূচনার কথা পুনরায় বলেন এবং হাজার বছর ধরে চলা রাম রাজত্বের প্রভাবকে তুলে ধরেন। একইরকমভাবে রামলালা যখন বিরাজমান ভারত নতুন যাত্রা শুরু করেছে, সেখানে আজাদি কা অমৃত কালে বিকশিত ভারত শুধু স্বপ্ন নয় একটি সংকল্প। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য প্রত্যেকটি সময়কালে এই সংকল্পের মধ্য দিয়ে বেঁচেছে"। শ্রী কল্কির রূপ নিয়ে শ্রী আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণমজির গবেষণা এবং অনুশীলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রের জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেন এবং জানান যে, কল্কির রূপ আগামী হাজার বছরের ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করবে, যেমন করেন ভগবান শ্রী রাম। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কল্কি কালচক্র পরিবর্তনের সূচনাকারী এবং প্রেরণার উৎস"। তিনি বলেন যে, কল্কিধাম সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্থান হতে চলেছে, যার প্রতিষ্ঠা এখনও বাকি। তিনি বলেন যে, ভবিষ্যৎ নিয়ে এই ধারণা, তা কয়েক হাজার বছর আগে শাস্ত্রে লিখিত ছিল। এই বিশ্বাস, এই আস্থা নিয়ে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করার জন্য শ্রী মোদী আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণমের প্রশংসা করেন। কল্কি টেম্পল প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ববর্তী সরকারগুলিরি সঙ্গে আচার্যজির দীর্ঘ লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন তিনি এবং জানান যে এর জন্য আদালতেও যেতে হয়েছে। আচার্যজির সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি তাঁকে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই জানতেন, কিন্তু পরে জানতে পারেন ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা নিয়ে তাঁর নিষ্ঠার বিষয়ে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ প্রমোদ কৃষ্ণমজি মনের শান্তিতে মন্দিরের কাজ শুরু করার অবকাশ পাবেন।"

প্রধানমন্ত্রী আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলেন, এই মন্দির হবে সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ভারত জানে কিভাবে পরাজয়ের করাল গ্রাস থেকে জয় ছিনিয়ে আনতে হয়। একাধিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমাজের দৃঢ়তার কথা তুলে ধরেন তিনি। মোদীজি বলেন, "বর্তমানে ভারতের অমৃত কালে ভারতের গৌরব, উচ্চতা এবং শক্তির বীজের স্ফূরণ ঘটছে"। তিনি আরও বলেন যে, যখন সাধুসন্ত এবং আধ্যাত্মিক নেতারা নতুন মন্দির তৈরি করছেন, তখন তাঁর দায়িত্ব পড়েছে রাষ্ট্রমন্দির নির্মাণের। তিনি আরও বলেন, "রাত দিন আমি রাষ্ট্রমন্দিরের গৌরব ছড়িয়ে দিতে কাজ করে চলেছি"। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "বর্তমানে এই প্রথম ভারত এমনই একটি স্থানে আছে যেখানে আমরা শুধু অনুসরণ করছি তা নয়, আমরা উদাহরণ তৈরি করছি।" প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতির ফলাফলের তালিকা দেন এবং সেই সূত্রে যেসব সাফল্যের উল্লেখ করেন সেগুলি হল - ভারত ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের হাব হয়ে উঠছে, ভারত পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে, চন্দ্রযানের সাফল্য, বন্দে ভারত এবং নমো ভারতের মতো আধুনিক ট্রেন, আসন্ন বুলেট ট্রেন, হাইটেক জাতীয় সড়ক এবং এক্সপ্রেস ওয়ের নেটওয়ার্ক। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এইসব প্রাপ্তি ভারতীয়দের গর্ব অনুভব করার সুযোগ দিয়েছে এবং "এই ইতিবাচক ভাবনার প্রবাহ এবং দেশের আত্মবিশ্বাস চমকপ্রদ, সেইজন্য আজ আমাদের অসীম ক্ষমতা এবং আমাদের সম্ভাবনাও প্রবল"। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "একটি দেশ সাফল্যের প্রাণশক্তি পায় সঙ্ঘবদ্ধতায়"। তিনি আজকের ভারতে একটি বিশাল ঐক্যবদ্ধ চেতনাকে দেখতে পারছেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক নাগরিক সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস এবং সবকা প্রয়াসের মন্ত্র নিয়ে কাজ করছেন"।

গত ১০ বছরের নানা উদ্যোগের তালিকা দেন প্রধানমন্ত্রী পিএম আবাস যোজনায় ৪ কোটির বেশি পাকা বাড়ি, ১১ কোটি শৌচাগার, ২.৫ কোটি পরিবারে বিদ্যুৎ, ১০ কোটির বেশি বাড়িতে নলবাহিত জল, ৮০ কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে রেশন, ১০ কোটি মহিলাকে ভর্তুকিতে গ্যাস সিলিন্ডার, ৫০ কোটি আয়ুষ্মান কার্ড, ১০ কোটি কৃষকের জন্য কৃষক সম্মাননিধি, অতিমারির সময়ে বিনামূল্যে টিকাকরণ, স্বচ্ছ ভারত।

প্রধানমন্ত্রী সরকারের কাজের দ্রুততা এবং মানের জন্য দেশের নাগরিকদের কৃতিত্ব দেন। তিনি বলেন, বর্তমানে মানুষ, গরিব মানুষকে সাহায্য করছে সরকারের কর্মসূচির সুবিধা পেতে এবং কাজের ১০০ শতাংশ রূপায়ণের অভিযানে অংশ নিচ্ছেন। তাঁর মন্তব্য, দরিদ্র মানুষকে সেবার ভাবনা এসেছে ভারতের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থেকে, যা প্রতিটি মানুষকে শেখায় যে সব মানুষের মধ্যেই নারায়ণ আছে। তিনি 'বিকশিত ভারত গঠন' এবং 'আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি গর্ব'-এর ৫টি নীতি মেনে চলার আহ্বানের পুনরুল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যখনই ভারত বড় সংকল্প নেয় তখনই ঐশ্বরিক চেতনা নিশ্চিতভাবে কোনো না কোনো রূপে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়"। গীতার দর্শনের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নিরলস কাজের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। প্রধানমন্ত্রী সব শেষে বলেন, "এই পরবর্তী ২৫ বছরের 'কর্তব্যকালে' আমাদের কঠোর পরিশ্রমের শিখরে উঠতে হবে। আমাদের দেশকে সবার আগে রেখে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকটি প্রয়াসে দেশ লাভবান হবে এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে। এটিই আমাদের দেশের সব সমস্যা সমাধানের পথ দেখাবে।"

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ, শ্রী কল্কি ধামের পীঠাধীশ্বর আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণম এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্যদের মধ্যে।

২ পাতার পর

সংসদের তলবে দিল্লি যাচ্ছেন না রাজীব-গোপলিকা, সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করল নবান্ন

করা হয়েছে। সাংসদ হিসাবে তাঁর যে মর্যাদা পাওয়ার কথা, সেই সুলভ আচরণ তাঁর সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ বা প্রশাসন করেনি।

নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, সংসদীয় প্রিভিলেজ কমিটিকে জানানো হয়েছে, মুখ্য সচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজি ব্যস্ত রয়েছেন। ৪ মার্চ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ কলকাতায় আসছে। লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসনের প্রচুর কাজ রয়েছে। তাই তাঁদের সাক্ষ্য দেওয়ার দিনক্ষণ পিছিয়ে দেওয়া হোক।

কিন্তু এ কথা বলার পাশাপাশি সংসদীয় কমিটির নোটিসকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করল নবান্ন। মুখ্য সচিব হলেন প্রশাসনের প্রধান। তিনি এ ব্যাপারে মামলা করতে পারেন সর্বোচ্চ আদালতে।

১-ম পাতার পর

আধারের বিকল্প কার্ড দেবে রাজ্য, কাল থেকে চালু হচ্ছে পোর্টাল, বললেন মমতা

বলে চিঠি এসেছে। মোগরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্ত পল্লী, মাঠপাড়া, ভেরিকুটি, নতুন গ্রাম, জয়পুর, পাম্প কলোনি এলাকার প্রায় সত্তর জনের কাছে চিঠি এসেছে। এই খবর জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায় হুগলিতেও। আধার বাতিল হলে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। গ্যাসের সংযোগ, ব্যাঙ্কের লেনদেন, সমস্যা হবে সবেতেই। এ সব ভেবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা।

এই পরিস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করলেন রাজ্যের মানুষকে। তিনি বলেন, "ষড়যন্ত্র করে রাজ্যের মানুষকে বিপদে ফেলছে কেন্দ্র সরকার। কিন্তু বাংলার মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা কারও নেই। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি ঘোষণা করেন, মঙ্গলবার থেকেই রাজ্য একটি পোর্টাল চালু করছে। যাঁদের আধার নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে এই পোর্টালে গিয়ে তাঁরা অভিযোগ জানাতে পারবেন। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁদের আধার বাতিল হয়েছে তাঁদের আলাদা কার্ড দেবে রাজ্য। ব্যাঙ্ক বা অন্য কাজে কারও কোনও সমস্যা হবে না। মিলবে সরকারি পরিষেবাও।"

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালি যেতে পারবেন শুভেন্দু

কোর্ট।

গত বৃহস্পতিবারই সন্দেশখালি ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় শুভেন্দু অধিকারীকে। ১৪৪ ধারার নিয়ম মেনে মাত্র তিন জন বিজেপি বিধায়ককে নিয়ে সন্দেশখালি যেতে চেয়েছিলেন শুভেন্দু। তবে পুলিশ অনুমতি দেয়নি। এর আগে মঙ্গলবারও সন্দেশখালি যাওয়ার চেষ্টা করেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু ২ বারই আটকে দেয় পুলিশ।

সেই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা না পেরোতেই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। তার অভিযোগ ছিল, যেখানে আগেই আদালত ১৪৪ ধারা বাতিল করেছে সেখানে তারপরও পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে তার পথ আটকেছে। তবে তৃণমূল নেতাদের সেখানে অবাধে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে।

এদিন পর্যবেক্ষণে বিচারপতি চন্দ বলেন, যে কোনও ব্যক্তি সন্দেশখালি যেতে পারেন। তাদের পুলিশ - প্রশাসন বাধা দিতে পারবে না। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। তবে সেই বিধিনিষেধের বৈধতা যাচাই করবে আদালত। এভাবে ব্যক্তিবিশেষকে কাউকে আটকানো বেআইনি বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি।

২ পাতার পর

মণিপুরের সঙ্গে তুলনীয় নয়', সন্দেশখালি ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত

রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে অমিত শাহ থেকে শুরু করে অগ্নিমিত্রা পল, লকেট চট্টোপাধ্যায়রা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে ক্রমাগত নিশানা করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার নারী নির্যাতনের অভিযোগে কোনও পদক্ষেপ করছে না। তবে সোমবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বিরোধীদের এসব অভিযোগ নস্যাৎ হয়ে গেল। মুখ পুড়ল তাঁদের।তিনি এবার কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়েরের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে চলেছেন। উত্তপ্ত সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতনের একাধিক অভিযোগ তুলে শীর্ষ আদালতে মামলা করেছিলেন আইনজীবী আলখ অলোক শ্রীবাস্তব। তাঁর আরও আবেদন ছিল, যে কোনও রকম রাজনৈতিক প্রভাব এড়াতে এই মামলার শুনানি হোক রাজেয়র বাইরে। বিশেষ তদন্তকারী দলকে দিয়ে তদন্ত করানো হোক। পাশাপাশি এই ঘটনাকে মণিপুরের বীভৎসতার সঙ্গেও তুলনা করেছিলেন। সোমবার বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহর বেঞ্চে শুনানি ছিল। বিচারপতিদের সাফ বক্তব্য, ইতিমধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা চলছে। সেখানেই আবেদন করুন মামলাকারী। হাই কোর্টও বিষয়টিকে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে দেখছে বলে মনে করছে শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি বিচারপতিদের আরও বক্তব্য, এর সঙ্গে মণিপুরের ঘটনার তুলনা করা যায় না।

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মজয়ন্তীতে

তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঞ্চত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ সম্পর্কে শ্রী মোদী তাঁর চিন্তাভাবনাও ভাগ করে নিয়েছেন। এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জন্মজয়ন্তীতে রইল শ্রদ্ধা। একজন দূরদর্শী নেতা, অকুতভয় যোদ্ধা, সংস্কৃতির রক্ষাকর্তা এবং সুশাসনের অন্যতম প্রতীক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের জীবন প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে"।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০৪৯ সংখ্যা ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ মঙ্গলবার ০৭ ফাল্গুন, ১৪৩০

বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকল ট্রাক, শাটার খুলতেই হতবাক বিএসএফ জওয়ানরা, ধৃত ৩

উত্তর ২৪ পরগনা: নিউজ সারাদিন : শত চেষ্টার পরেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ আটকানো যাচ্ছে না। সীমান্ত এলাকার সর্বত্র কাঁটাতার নেই। কিছু জায়গা জঙ্গল এবং পাহাড়ে ঘেরা। ঘন জঙ্গলের কারণে নিরাপত্তা বাহিনী একটানা টহল দিতে পারে না। তাছাড়া দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য পথও খোলা রয়েছে।১০২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত: সীমান্তে সোনার পাশাপাশি হাওড়া থেকে ১০২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক এই খবর জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ শনিবার হাওড়ার সাঁকরাইলের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে হানা দেয়। ওড়িশা থেকে আসা পেঁয়াজ বোঝাই একটি ট্রাকে তল্লাশি চালানোর সময় ৫০ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ ওষুধ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। গাড়িতে থাকা পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।কড়া নজর রাখে নিরাপত্তা বাহিনী। ভারতীয় সীমান্তে নিষিদ্ধ বা বেআইনি পণ্য প্রবেশ রুখতে নিয়মিত তল্লাশি চালায় বিএসএফ। সম্প্রতি টহলের সময় একটি ট্রাক এবং গাড়ি থামিয়েছিল তারা। তল্লাশির জন্য শাটার খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ।

উত্তর ২৪ পরগণার পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে ২.২৫ কোটি টাকার সোনা পাচারের অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে বিএসএফ। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এক কর্তা এ কথা জানিয়েছেন। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, ভারত-বাংলাদেশের পেট্রাপোল সীমান্তে তল্লাশির সময় একটি ট্রাক থেকে ১.৫৮ কোটি টাকা মূল্যের ২.৫ কেজি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় ২ জনকে গ্রেফতার করেছে বিএসএফ।ট্রাক থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধারের পর বিএসএফ নজরদারি বাড়ায়। কিছুক্ষণ পর আরও একটি গাড়ি ধরা পড়ে। বিএসএফ আধিকারিক জানিয়েছেন, তল্লাশির সময় ওই গাড়ি থেকে ১ কেজির বেশি সোনা উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় ১ জনকে গ্রেফতার করেছে বিএসএফ। দুটি গাড়ি মিলিয়ে প্রায় ২.৫ কোটি টাকার সোনা উদ্ধার হয়। বাজেয়াপ্ত সোনা এবং ধৃতদের কাস্টমসের হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

সম্পাদকীয়

বাম-বিজেপি-কংগ্রেসকে একাসনে বসিয়ে মতুয়া থেকে তফসিলিদের পাশে মমতা

যে তপশিলী ও মতুয়া ভোট ব্যাঙ্কের কাঁধে ভর দিয়ে বিজেপি উনিশের ভোটে বাংলার বুকে ১৮টি আসন দখল করে রাজ্য রাজনীতির ইতিহাসে এক নজির গড়েছিল, সেই তফসিলি আর মতুয়ারাই এখন বিজেপিকে নিয়ে তীব্র আতঙ্কিত। কেননা বাংলার বুকে হাজারে হাজারে আধার কার্ড বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে।

এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আমি নির্বাচন কমিশনেও একটা টিম পাঠাচ্ছি। তারা জানুক এটা। এভাবে চলতে পারে না। প্রয়োজনে আইনের সাহায্য নেব। ভোটের আগে এটা কেমন লুকোচুরি খেলা? এভাবে জোর করে গুন্ডামি করে ভোটে জেতা যায় না। প্রতি পদে আমরা রাজনৈতিক যুদ্ধ করছি। মানুষকে বঞ্চিত হতে না দেওয়ার জন্য যা যা করার আমরা করব। গায়ের জোরে ইলেকশন ঘোষণার ১০-১৫ দিন আগে এটা কীসের রাজনীতি? স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। এরপর বলবে আগে কাটলাম, পাঁচ বছর পর নাগরিকত্ব দেব। এবার মতুয়া বন্ধু, তফসিলি বন্ধু, সকলে বুঝতে পারছেন তো ওদের গেমপ্ল্যানটা? আপনাকে না জিজ্ঞাসা করে ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে। আগে জবাব দিন কেন আধার কার্ডগুলো কেটেছেন। আমরা আধার গ্রিভান্সেস পোর্টাল রাজ্য সরকারের তরফে মঙ্গলবার থেকে চালু করছি। যাদের আধার কার্ড ডিঅ্যাক্টিভেট হয়েছে আমাদের দ্রুত জানান। তারা কোনও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে না। সামাজিক, গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক অধিকার সবটা পাবেন। এটা দিল্লি নয়, পশ্চিমবঙ্গ।'আর যাদের তা বাতিল হচ্ছে তাঁদের একটা বড় অংশই আবার তফসিলি বা মতুয়া। এবার সেই তফসিলি আর মতুয়াদের পাশেই দাঁড়ালেন বাংলার অগ্নিকন্যা। দিলেন তাঁদের অভয়। সেই সঙ্গে নিশানা বানালেন একাসনে বসে থাকা বাম-বিজেপি ও কংগ্রেসকে। সোম দুপুরে নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত তুলোধনা করলেন বিজেপির পাশাপাশি বাম-কংগ্রেসকেও ।এদিন মমতা বলেন, 'ষড়যন্ত্র করে রাজ্যের মানুষকে বিপদে ফেলছে কেন্দ্র সরকার। কিন্তু বাংলার মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা কারও নেই। বিজেপির একমাত্র কাজ হল মানুষকে বিরক্ত করা। অপদার্থ রাজনৈতিক দল একটা। মানুষের বিপদে পাশে নেই। এর মদতদাতা হচ্ছে সিপিএম এবং এখানকার কংগ্রেস। ওরা বাংলাকে ভয় পায়, তাই এসব করছে। রাজ্যকে না জানিয়েই এইসব করছে। এটা ফ্যাসিবাদী চক্রান্ত। রাজ্যকে জানাবে না মানে? রাজ্যই তো নিরাপত্তা দেবে। বিজেপি পার্টি অফিস মিথ্যা কথা ছাড়া আর কী করবে? সবাই বলে ভারতীয় জঞ্জাল পার্টি। বাংলায় রোজ কেন্দ্র থেকে একাধিক টিম আসছে, চোপড়ায় কটা টিম গিয়েছে? ৩৫৫টা কমিটি পাঠিয়েছে বাংলায়। রোজই কাউকে না কাউকে পাঠায়। আর চোপড়ায় শিশু মারা গেলে টিকিটাও দেখা যায় না। মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটাকে বন্ধ করতে হবে। আমরা ওয়েব পোর্টাল চালু করছি। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবে কাদের নাম কাটা হয়েছে। যাদের নাম কাটা হচ্ছে তাদের আমরা আলাদা কার্ড দেব যাতে তাঁরা কোনও সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হয়ত টাকা যাবে না। তবে ক্যাম্প করে ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে দিয়ে দেব। সুবিধা তাদের দেবই। কোনও গরিব মানুষকে না খেয়ে মরতে দেব না। আমি তফসিলি, সংখ্যালঘু, জেনারেল কাস্ট সকলকে নিশ্চিত করতে পারি, বাংলায় এনআরসি আমরা করতে দেব না। আমরা জীবন দিয়ে লড়াই দিয়ে রুখব।'

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

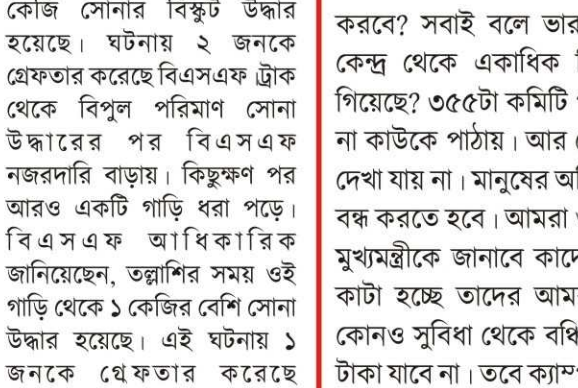

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সঙ্গে রুদ্রের রূপের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে ওই পিন্ডটির অভ্যন্তরীণ যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা শিবের তান্ডব নৃত্যের ফলে হয়ে ছিল। আর এই নৃত্য কে কসমিক ড্যান্স বলে। শিবের এই রূপকে নটরাজ বলে। নটরাজ এর পিছনের গোলাকার চূড়াটি ব্ল্যাকহোল কে নির্দেশ করে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ কী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

জানবো: সাংবাদিকতার প্রাথমিক স্তরেই সবার জানা হয়ে যায় যে, সংবাদে কোনো অবস্থাতেই ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশ করা যাবে না। এটা মোটামুটি সবাই জানেন বলে ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশিত হতে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ধর্ষিতার এলাকার নাম বা তাঁর কোনো আত্মীয়ের নাম বা পরিচয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁদের আসলে নাম, পরিচয় প্রকাশ না করার পেছনের কারণগুলো সম্পর্কেই হয়ত ধারণা নেই। নইলে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতেন, এলাকা, এ বিষয়টি 'কমন সেন্স' থাকলেই বোঝা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, অনেকেরই যেন সেই সেন্স বা সেন্স খাটানোর সময় নেই। এ যুগেও কোনো সাংবাদিকের এমন ভুল সত্যিই মর্মান্তিক। মাত্র কয়েক বছর আগের তুলনায় সাংবাদিকদের এখন অনেক বেশি স্টোরি তৈরি করতে হয়। বেশি কাজ উৎপাদনের চাপে আপনি ভাবতে পারেন আপনার আসল কাজ হচ্ছে সব কিছু প্রক্রিয়াজাত করা - নতুন কোন গল্পের কথা ভাবা বা অনুসন্ধান করা নয়। তাছাড়া, সাংবাদিকতার মানেই হচ্ছে মানুষকে নতুন কিছু বলা। মৌলিক সাংবাদিকতার জন্য যে নৈপুণ্য দরকার সে বিষয়ে বিভিন্ন লেকচার এবং কর্মশালায় বিবিসির সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে টুডে অনুষ্ঠানের প্রাক্তন সম্পাদক কেভিন মার্শ-এর দেয়া বক্তব্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই গাইড।পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে তার রাজনীতি, অর্থনীতি আর মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ধারা। বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা-চেতনা, রুচি, বিবেকবোধের দৃষ্টিকোণ আর দীর্ঘদিনের চলমান অভ্যাস। এই পরিবর্তনের সাথে বদলে যাচ্ছে সাংবাদিকতার সনাতনি ধারাও। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার স্থান এখন দখল করেছে করপোরেট সাংবাদিকতা। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক এই রূপান্তরগুলোকে শুধু দেখেই শেষ করতে পারেন না, সেগুলোকে তার নিবিড় পর্যবেক্ষণেও রাখতে হবে এবং তার নিজস্ব এথিক্সের আলোকে চলার পথ বা সংবাদ লেখার পথ ঠিক করতে হবে।তবে অনেক ধরনের ঘটনাই ঘটে প্রতিদিন। তবে গুরুত্বের বিচারে সব ঘটনা একই মানের না হওয়ায় সবই সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয় না। সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণ, কিন্তু এদিক থেকে চিন্তা করলে সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ নয়। কারণ সমাজে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাবলীই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। একজন সাংবাদিকের নিজস্ব মতামত প্রকাশের জায়গা সংবাদপত্র নয়, ঘটনা যতটুকু ঘটে, ততটুকুই বলবেন একজন সাংবাদিক; এর বেশি নয়। আজকের সাংবাদিকতার জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জও এটাই। জনমত সৃষ্টিতে তাই আজকের সাংবাদিকরা রাখতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি সাধারণ খবরকে একজন সাংবাদিক এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, যাতে তা পাঠক পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তা পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

একজন সাংবাদিককে চিন্তা করতে হবে জনমতের জায়গা থেকে জনকল্যাণের জায়গা থেকে। একটি সৎ সংবাদ প্রকাশ করতে প্রয়োজন জনগণের সাহসী খোলামত ও অভিযোগ। কেউ যদি একটি সহজে বহনযোগ্য ডিজিটাল যন্ত্রের সাহায্যে ছবি বা ভিডিও ধারণ করে তা সম্পাদনা করে খবর আকারে প্রকাশ করে, তাকেই মোবাইল সাংবাদিকতা বলে। মোবাইল ডিভাইসটি হতে পারে একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা, গো-প্রো বা একটি সেলফোন। হতে পারে একটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রযুক্তিও। কেউ কেউ মোবাইল সাংবাদিকতাকে সেলফি সাংবাদিকতাও বলছেন। আমার কাছে মুখ্য বিষয় হচ্ছে রিপোর্টিং, তার জন্য আপনি কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন, তা গৌণ বিষয়।

সংবাদের খোঁজে প্রতিমুহূর্তেই ঘুরে ফিরছে সাংবাদিকরা। সেই ঘোরাঘুরির মাঝেই চোখে পড়ে অনেক কিছু, যা হয়ত সংবাদ নয় কিন্তু সাংবাদিক মন লিখতে চায়। জানাতে চায় তার পাঠকদের। খবরের জন্য এখন সবসময় মাঠে-ঘাটে যেতে হয় না। ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে আরাম কেদারায় বসেও সহজেই লিখে দেয়া যায় বড় বড় খবর। রাজন হত্যা থেকে শুরু করে বেশ কিছু খবর তো মূলধারার সংবাদমাধ্যমের আগে সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই আমরা পেয়েছি। এযুগে নির্ভরযোগ্যতার বাছবিচর ছাড়াই সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। ফলে ভুল সংবাদ প্রচারের দায়ও নিতে হয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমকে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের নামও কিন্তু এই তালিকায় আছে। 'সাংবাদিকের চোখ' এবং বিবেচনাবোধ ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যা খুশি তাই প্রচার করে দেয়া নিশ্চয়ই দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা নয়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমকে অনেক ক্ষেত্রে সংবাদের উৎস বা সূত্র ভাবা যেতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ এবং প্রশ্নাতীতভাবে ঠিক খবরের পরিবেশক ভাবা কখনোই ঠিক নয়। আধুনিক এই যুগে আমরা সবাই কম বেশি পেপার পড়ি। অনলাইন, প্রিন্টের দুনিয়াতে নানা খবরাখবরের সাথে আমরা আপডেটেড থাকি সংবাদকর্মীদের কল্যাণে। সংবাদকর্মীরা প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকেন আমাদের জন্য সংবাদ সংগ্রহে। এটাই মূলত তাদের নেশা ও পেশা। ঘটনাপ্রবাহ ও ফিচার এমনভাবে লিখতে হয় যাতে পাঠক একবার পড়লেই পুরো ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পান। এ জন্য যা করতে হবে তা হলো রিসার্চ। যে বিষয় বা ঘটনা নিয়ে লিখবেন, ঐ বিষয়টি গুগল করুন। আপনার সামনে আসবে আসবে হাজার হাজার তথ্য। নিজের প্রয়োজন মত তথ্যাদি সংগ্রহ করুন ও তা প্রয়োগ করুন লেখার সময়।

ফিচার রাইটার (যারা পেপার / পত্র পত্রিকার জন্য খবর সংগ্রহ করেন তা লেখেন প্রকাশের জন্য) টেলিভিশন সাংবাদিকতা (যেখানে মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা হাতে সাংবাদিক ও তার দল চলে যান খবর সংগ্রহে যা আমরা পরবর্তীতে টিভি খবরে দেখতে পাই) ফটোজার্নালিস্ট (এই ব্যক্তি সাংবাদিক তবে খবর সংগ্রহের না, ছবি সংগ্রহের। ভারতবর্ষের এমনকি বিশ্বে কোথায় কি হচ্ছে তার সাথে আপটু ডেট থাকা ও দরকারে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা ও ভিডিও করা এ ধরনের সাংবাদিক এর কাজ) প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে আপনি কোন বিষয়ের উপর আর্টিকেল লিখবেন। যদি কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা ইস্যু নিয়ে লিখতে চান তবে আপনাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে -

- ঘটনার সাথে কারা কারা জড়িত আছে
- কোথায় ঘটেছে ঘটনাটি, কেন ঘটেছে
- কবে ঘটেছে (দিন, তারিখ, সময়) - কিভাবে ঘটলো, সূত্রপাত, ঘটনাপ্রবাহ ও বিস্তারিত
- ঘটনা ঘটার সময়ে আশে পাশে থাকা বক্তা / একাধিক বক্তার মন্তব্য! বড় বড় সংবাদ সংগ্রহকারী ওয়েবসাইট আছে যার সারাবিশ্বের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত যেমন রয়টার্স, বিবিসি, সিএন এন ইত্যাদি। এদের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে সংবাদ তৈরী করতে পারেন। নিয়মিত পেপার, টেলিভিশনের সাথে আপ-টু-ডেট থাকা আপনার জ্ঞানকে বাড়িয়ে তুলবে রিসার্চ এর ব্যাপারে। একজন ভালো সংবাদকর্মী হতে হলে আপনাকে অবশ্যই গবেষণা ও রিসার্চ করতে হবে ও যে কোন বিষয়ে সাধারণ জনগণের চেয়ে বেশি জানতে হবে। সবকিছুর মূলে রয়েছে সংবাদ পত্রিকা বা সংবাদ সংস্থা বা সংবাদ পরিবেশন করার যে মাধ্যম সেই মাধ্যমকে আজকের দিনে বাঁচিয়ে রাখাটা কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সংবাদ প্রতিষ্ঠা কে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা গলাটিপে হত্যা করার চেষ্টা করছে অন্যদিকে তেল খচ্চর নামে পকেট মানি দিয়ে সাংবাদিকদেরকে অসৎ পথে নিয়ে যাচ্ছে, সব সাংবাদিকরা সংবাদমাধ্যমের মালিকদের কারীদে তেমনি অর্থ পাচ্ছে না কেন মালিকরা নিজেদের সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। তারা না পাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন না পাচ্ছে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন না অসৎ পথে উপায়। তাহলে সংবাদসংস্থার কর্মচারীদের মাইনে কিভাবে তারা দেবে এ নিয়ে দিনের পর দিন ভুগছে মালিকপক্ষ । আর এই কারনেই বর্তমান পরিস্থিতিতে হাজার-হাজার কাগজ বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছে। সাংবাদিকরা বেঁচে থাকলে যে প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকবে এটা সত্য নয়। প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকলে সাংবাদিকরা বেঁচে থাকবে, যুগে উল্টোটাই হচ্ছে সাংবাদিকরা লোকাল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে অথচ কাগজের মালিকের কাছে বা প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছে সেই অর্থ পৌঁছাচ্ছে না। প্রতিষ্টান বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজকের মালিকপক্ষ রাই চেষ্টা চালাচ্ছে লোকালে অর্থনৈতিক সাহায্য তুলে এনে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে কয়েক লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান করার। কচু কেন্দ্রের মোদি সরকার কর্মসংস্থান তো দূরের কথা ছোট কাগজগুলো গলাটিপে হত্যা করছে সরকারি বিজ্ঞাপন না দিয়ে। এটা কি মোদি সরকারের দ্বিচারিতা নয়, মোদি সরকার বড় বড় কর্পোরেট হাউসকে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রেখেছে। অথচ প্রকৃত গ্রাম গঞ্জের সত্য কথা লেখা কাগজগুলো আদর্শ সাথে যারা তৈরি করছে সেই সব কাগজগুলো সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এক প্রকার সত্য কণ্ঠটা কে রোধ করে দিয়েছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিচারিতা বলে মনে করছে পশ্চিমবাংলার ছোট ছোট পত্রপত্রিকার মালিক সংবাদকর্মী ও সম্পাদকরা। আগামী দিনে এই ধরনের দ্বিচারিতা বন্ধ না হলে, তাহলে বিগত লোকসভা ভোটে তার প্রভাব পড়বে তেমনই ইঙ্গিত স্পষ্ট গ্রামগঞ্জের ছোট পত্রপত্রিকার কর্মী সংগঠনের মুখে প্রকাশ পাচ্ছে। এসমস্ত কাগজের যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পাশে থেকে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে আগামী দিনের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বলে ইঙ্গিত স্পষ্ট।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

বিয়েতে কোন হোটেল বেছে নিলেন রাকুল প্রীত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিয়ে তারিখ আগেই ঘোষণা করেছিলেন বলিউড অভিনয়শিল্পী রাকুল প্রীত সিং ও জ্যাকি ভাগনানি। বলা চলে বিয়ের প্রস্তুতি এখন শেষে দিকে। তিন দিনব্যাপী চলবে রাকুল-জ্যাকির বিয়ের আয়োজন। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে হলুদ, মেহেদিসহ নানা আচারুঅনুষ্ঠান। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাদনাতলায় যাবেন রাকুল-জ্যাকি। ২২ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইতে বিয়েুপরবর্তী সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

গোয়ার বিলাসবহুল হোটেল আইটিসি গ্র্যান্ডে হবে তাঁদের বিয়ের অনুষ্ঠান। ২৪৬ কক্ষের রিসোর্টটিতে ইন্দো-পর্তুগিজ কারুকাজের ছোঁয়া আছে। আর বিয়ের জন্য এই হোটেলকে বেছে নেওয়ার জন্য বেশ সাধুবাদও পাচ্ছেন হবু দম্পতি।

এক প্রতিবেদনে ইন্ডিয়া টুডে জানিয়েছে, রাকুল-জ্যাকির বিয়েতে নিমন্ত্রিত অতিথির তালিকা সীমিত। বিশেষ অতিথি ছাড়া বিয়ের আসরে উপস্থিত থাকবেন পরিবার পরিজন আর বন্ধুরা।

বিয়েতে থাকছে কিছু নিয়মকানুন। কার্বনের আধিক্য অর্থাৎ 'কার্বন ফুটপ্রিন্ট' কমাতে আতশবাজি ফোটানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এর আগে ২০২১ সালে রাকুল প্রীতের জন্মদিনে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া পোস্টে প্রেমের বিষয়টি জানান জ্যাকি ভগনানি। এর পর থেকে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত দেখা গেছে তাঁদের।

কত টাকার মালিক অমিতাভ-জয়া, জানালেন অভিনেত্রী নিজেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এখন অভিনয়ে তেমন একটা পাওয়া যায় না অমিতাভ বচ্চন পত্নী জয়া বচ্চনকে। তিনি রাজনীতি নিয়েই এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন। সম্প্রতি ভারতের সমাজবাদী পার্টির সদস্য হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জয়া। মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময় জয়া বচ্চন নিজের ও অমিতাভ বচ্চনের সম্পত্তির মোট পরিমাণ জানিয়েছেন। জানা গেছে, ২০০৪ সাল থেকে সমাজবাদী পার্টির প্রতিনিধিত্ব করছেন জয়া বচ্চন। চলতি বছরের হলফনামায় তিনি জানিয়েছেন, সংসদ সদস্য হিসেবে পাওয়া বেতন, অভিনয়ের পারিশ্রমিক ইত্যাদিকে আয়ের উৎস হিসেবে দেখিয়েছেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে জয়ার ৪০ কোটি ৯৭ লাখ টাকা গয়না রয়েছে। এছাড়া আছে একটি গাড়ি, যার গাড়িটির মূল্য ৯ লাখ ৮২ হাজার টাকা।

হলফনাম অনুসারে অমিতাভের রয়েছে ৫৪ কোটি ৭৭ লাখ টাকার অলংকার। এছাড়া এই অভিনেতার রয়েছে ১৬টি গাড়ি। যেগুলোর মোট মূল্য ১৭ কোটি ৬৬ লাখ। গাড়িগুলোর মধ্যে দু'টি মার্সিডিজ, একটি রেঞ্জ রোভার। এই তারকা দম্পতি যৌথভাবে ৮৪৯ কোটি ১১ লাখ টাকার অস্থাবর সম্পত্তির মালিক এবং স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে ৭২৯ কোটি ৭৭ লাখ টাকার। সব মিলিয়ে অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চন ১ হাজার ৫৭৮ কোটি টাকার সম্পদের মালিক।

ঘরে বসে দেখা যাবে শাহরুখের 'ডানকি'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'ডানকি'র মাধ্যমে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো রাজকুমার হিরানির সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করলেন শাহরুখ খান। বিশ্বব্যাপী ৪৫৪ কোটি টাকা আয় করেছে ছবিটি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আবারও শাহরুখ ভক্তদের জন্য সুখবর। সিনেমাহল কাঁপিয়ে এবার ওটিটিতে মুক্তি পেলো 'ডানকি'। এবার ঘরে বসে সিনেমাটি দেখতে পাবেন দর্শক।

প্রথমে জিও সিনেমাতে ডিজিটাল রিলিজ করার কথা ছিল ডানকি'র। তবে নতুন ঘোষণা অনুসারে ফিল্মটি এখন অন্য ওটিটি প্ল্যাটফর্মে প্রবাহিত হচ্ছে। স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেলো ডানকি। ১৪ ফেব্রুয়ারি নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়া তাদের ইনস্টাগ্রামে শাহরুখ খান অভিনীত সিনেমাটির একটি পোস্টার শেয়ার করেছে যেখানে ডানকির ওটিটি প্রকাশের ঘোষণা দেওয়া হয়। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'আপনাদের ব্যাগ প্যাক করুন! সারা বিশ্বে ভ্রমণের পর শাহরুখ খান বাড়িতে ফিরছেন। ডানকি, এখন নেটফ্লিক্সে স্ট্রিম করছে!'

রাজকুমার হিরানি পরিচালিত সিনেমাটি ২০২৩ সালের ২১ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। শাহরুখের সঙ্গে এতে আরও অভিনয় করেছেন তাপসী পান্নু, ভিকি কৌশল ও বোমান ইরানি সহ আরও অনেকে।

'মির্জা' সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা শেষে সরস্বতী পূজা এবং ভালোবাসা দিবসে প্রকাশ্যে এসেছে অঙ্কুশ হাজরার 'মির্জা' সিনেমার প্রথম ঝলক। তবে ১৪ ফেব্রুয়ারির সঙ্গে অঙ্কুশের আরও একটি যোগসূত্র রয়েছে।

বুধবার ছিল অঙ্কুশের জন্মদিন। বিশেষ দিনেই তিনি অনুরাগীদের 'মির্জা' সিনেমা টিজার উপহার দিলেন। সিনেমাটি আগামী ঈদে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।

এবারের জন্মদিনের সময়টা ভালো কাটেনি অঙ্কুশের। তার ডান পায়ে একটি সিস্ট হয়েছে। চিকিৎসক দ্রুত অস্ত্রোপচার করাতে বলেছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি হাসপাতেল ভর্তি হবেন অঙ্কুশ।

ভারতীয় গণমাধ্যমকে অঙ্কুশ বলেন, 'অনেকদিন ধরেই সমস্যা ছিল। ব্যথার ওষুধ এবং ইঞ্জেকশন নিয়েও সিনেমার অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং করেছি। কিন্তু এবার অপারেশন না করালেই নয়।'

এর আগে এ সিনেমার শুটিং করতে গিয়েই আঘাত পেয়েছিলেন অঙ্কুশ। সাময়িকভাবে শুটিং বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তারপর নতুন বিপত্তি হাজির হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'বুধবারেই ভর্তি হতাম। কিন্তু প্রতি বছর নিয়ম করে সরস্বতী পূজার দিন কয়েকজন আত্মীয়ের বাড়ি যাই। তাছাড়া আমার জন্মদিন। তাই বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ভর্তি হব।'

অভিনেতা জানালেন, অসুস্থতার জন্যই, জন্মদিনে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা ছিল না তার। সরস্বতী পূজার জন্য পূর্বনির্ধারিত কিছু কাজ ছাড়া বাড়িতেই থেকেছেন তিনি।

মঙ্গলবার মধ্যরাতেই 'মির্জা' সিনেমা টিজার সোশ্যাল প্রকাশ করেছিলেন অঙ্কুশ। অ্যাকশন রূপে সিনেমার প্রথম ঝলকে অঙ্কুশ ছাড়াও নজর কেড়েছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, ঋষি কৌশিক, শোয়েব কবীর। দ্বৈত চরিত্রে ঐন্দ্রিলা সেনের লুকও প্রকাশ্যে এসেছে।

সিনেমার টিজার প্রকাশ্যে আসার ভক্তদের কথা থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়া নিয়ে বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় সাধারণত সকালে নতুন কিছু প্রকাশ করা হয়। সেখানে আমরা একটু অন্য পথে হাঁটতে চেয়েছিলাম। সরস্বতী পূজার আগের দিন অনেকেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েন। তারপরেও এটুকু সময়ের মধ্যে এতটা সাড়া পাব, আগে ভাবিনি।'

সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা মিমির, ছেড়ে দিতে চান রাজনীতিও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী তার নিজ নির্বাচনী আসন যাদবপুরের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে গিয়ে তিনি সাংসদ পদ ছাড়ার কথা জানান। বিধানসভা থেকে বেরিয়ে নিজেই তা ঘোষণা করেছেন। মিমি জানান, তিনি লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান না।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মমতা যখন বক্তৃতা করছেন, তখনই তার ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন মিমি। কিছু ক্ষণ পর ওই ঘরে ঢোকেন তৃণমূলের দুই তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী এবং জুন মালিয়া। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা শেষ হলে তিনি নিজের ঘরে যান। তার পর মিমি এবং বাকিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয়। সেখান থেকে বেরিয়ে মিমি জানান, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী এখনও সেই ইস্তফা গ্রহণ করেননি। মিমি এ-ও জানান, মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা গ্রহণ করলে তিনি লোকসভার স্পিকারের কাছে গিয়ে ইস্তফাপত্র দিয়ে আসবেন।

সম্প্রতি সংসদের দু'টি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন মিমি। সংসদের শিল্পবিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি। ছিলেন কেন্দ্রীয় শক্তি মন্ত্রণালয় এবং নবীন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ মন্ত্রকের যৌথ কমিটির সদস্যও। এই দু'টি পদ থেকেই তিনি ইস্তফা দেন। এর পর জানা যায়, যাদবপুর লোকসভার অধীন নলমুড়ি এবং জিরানগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন পদও মিমি ছেড়ে দিয়েছেন। তার পর থেকেই তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, ২০২৪ সালে যাদবপুর থেকে আর কি প্রার্থী হবেন মিমি? নিজের ধারাবাহিক পদত্যাগ প্রসঙ্গে অবশ্য এর আগে তিনি মুখ খোলেননি। বৃহস্পতিবার জানিয়ে দিলেন, আর সাংসদ থাকতেই চান না তিনি। মিমি বলেন, 'আমার যা বলার ছিল, দিদিকে বলেছি। অনেকে বলছিলেন, আমি পরবর্তী টিকিট পাকা করার জন্য এটা করছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, রাজনীতি আমার জন্য নয়।'

সেঞ্চুরি করেও 'ক্ষমা চাইলেন' জাদেজা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কত আলোচনা, কত কিছু! বছরের পর বছর ঘরোয়া লিগে পারফর্ম করেও জাতীয় দলে ডাক পাচ্ছিলেন না সরফরাজ খান। তার স্থুলকায় শরীর নিয়েও কম কথা হয়নি। একটা সময় হয়তো তিনি নিজেও ভাবছিলেন, আর বোধহয় স্বপ্নপূরণ হবে না।

অবশেষে সরফরাজের হতাশা কাটলো। ভারতের হয়ে টেস্ট ক্যাপ পরলেন ২৬ বছরের তরুণ। ছেলের হাতে ক্যাপ দেখে আবেগে কাঁদলেন বাবা-মা। মাঠে বসেই তারা দেখলেন খেলা।

এমন একটা দিন স্মরণীয় করে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন সরফরাজ। অভিষেক টেস্ট ইনিংসেই ৪৮ বলে ফিফটি করেছেন। যেভাবে খেলছিলেন, তাতে সেঞ্চুরির স্বপ্নও নিশ্চয়ই ছিল। সেই স্বপ্ন ভাঙে সিনিয়র সতীর্থ রবীন্দ্র জাদেজার একটি ভুলে। জাদেজা তখন ৯৯ রানে অপরাজিত। জেমস অ্যান্ডারসনের একটি ডেলিভারিতে এক রান নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বল সরাসরি চলে গিয়েছিল মিডঅনে দাঁড়িয়ে থাকা মার্ক উডের হাতে। বিপদ বুঝতে পেরে ননস্ট্রাইকে থাকা সরফরাজ খানকে রানের জন্য ডেকে আবার ফিরিয়ে দেন জাদেজা। সরফরাজ তখন অনেকটা বেরিয়ে এসেছেন। উডের সরাসরি থ্রোয়ে রানআউট হতে হয় তাকে।

অভিষেক টেস্ট ইনিংসে ৬৬ বলে ৬২ রানে থামতে হয় সরফরাজকে। আউট হয়ে ফেরার সময় সরফরাজের চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল হতাশাটা! ড্রেসিংরুমে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মাকেও ক্ষোভ ঝাড়তে দেখা যায়। সরফরাজের সেই আউট নিয়ে পরে নিজের ভুল স্বীকার করেছেন জাদেজাও।

রাজকোট টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষে ভারতের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ৩২৬ রান। জাদেজা অপরাজিত ১১০ রানে। দিনের খেলা শেষে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সরফরাজের কাছে যেন ক্ষমাই চাইলেন জাদেজা। সরফরাজকে ট্যাগ করে তিনি লিখেছেন, 'খারাপ লাগছে। এটা আমার ভুল কল ছিল। ভালো খেলেছো।'

তবে ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট ইনিংসে এমন দুর্ভাগ্যের শিকার হলেও তা নিয়ে আক্ষেপ নেই সরফরাজের। দিনের খেলা শেষের সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'এটা খেলারই অংশ। ক্রিকেটে ভুল বোঝাবুঝি হয়ই। কখনো কখনো রানআউট হবে। কখনো আবার আপনি রান পাবেন।'

পিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে

বাদ হারিস রউফ

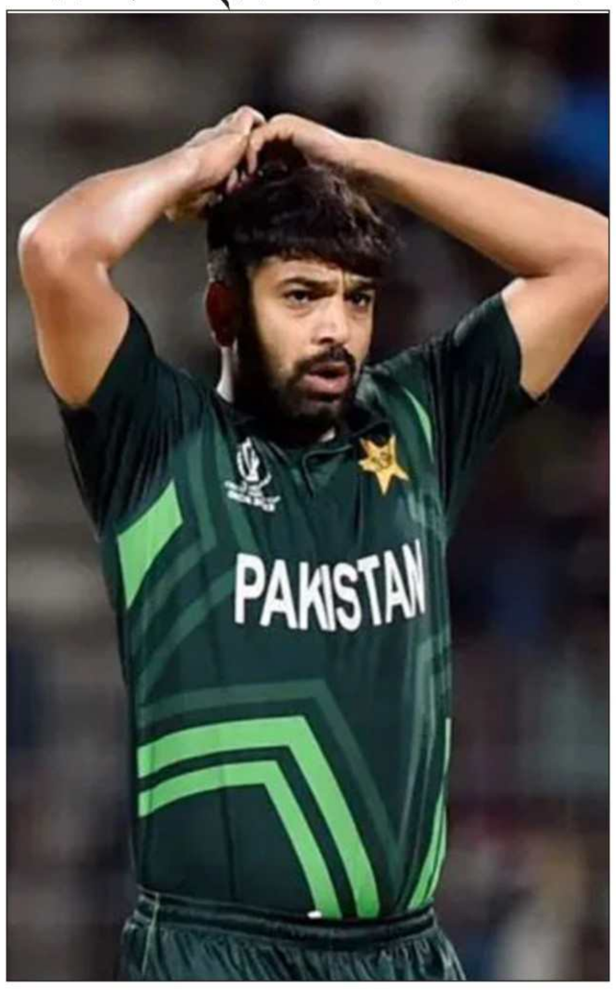

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট না খেলে, ওই সময় অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট বিগ ব্যাশে খেলার অনাপত্তি (এনওসি) চেয়েছিলেন পাকিস্তানের তারকা পেসার হারিস রউফ। এ নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সঙ্গে বিবাদেও জড়ান তিনি। এবার তারুই ফল পেলেন হারিস, পিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছেন এই পেসার।

বৃহস্পতিবার পিসিবির বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে দেশটির বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। যেখানে পাকিস্তান ক্রিকেট গভর্নিং বডির সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা যায়। জাতীয় দলের হয়ে হারিস রউফের টেস্ট খেলতে না চাওয়ার বিষয়টি নিয়ে পিসিবি গঠিত একটি কমিটি তদন্ত করেছে।

জিও নিউজ বলছে, গভর্নিং বডির বিবৃতিতে বলা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২০২৩-২৪ টেস্ট সিরিজের স্কোয়াডে থাকতে না চাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় পিসিবি পেসার হারিসকে শাস্তি দিয়েছে। ২০২৩ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে পিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তি বাতিল হয়েছে তার। একইসঙ্গে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত তাকে বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের এনওসি-ও দেওয়া হবে না।

সাড়ে ১৭ বছর

নিষিদ্ধ রিজওয়ান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সাড়ে ১৭ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হলেন যুক্তরাজ্যভিত্তিক ক্লাব ক্রিকেটার রিজওয়ান জাভেদ। বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিবৃতির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রিজওয়ানসহ ৮ ক্রিকেটারকে জেরা করা হয়। যেখানে বাংলাদেশের নাসির হোসেনও ছিলেন। যিনি বর্তমানে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ আছেন। এবার বড় শাস্তি পেলেন ইংলিশ ক্রিকেটার রিজওয়ান। ২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে রিজওয়ানের এই শাস্তি কার্যকর হবে।

রিজওয়ানের বিরুদ্ধে আনিত প্রথম অভিযোগটি ছিল, ২০২১ সালের আবু ধাবি টি-টেন লিগে তিন দফায় ফিক্সিং কিংবা এর জন্য অনুপ্রেরণা যোগানো অথবা প্রভাব ফেলার চেষ্টা করা। এছাড়া, দুর্নীতি করা ওই খেলোয়াড়দের কাজের জন্য অন্যদের পুরস্কৃত করা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া কাউকে ফিক্সিং করার জন্য অনুরোধ করা, প্ররোচিত করা, প্রলুব্ধ করা। শুধু তাই নয়, কোন পদ্ধতি বা পন্থায় দুর্নীতি করা হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিবরণ তদন্ত করা অফিসারদের না দেওয়া এবং তদন্তে সাহায্য না করা। এ বিষয়ে আইসিসির জেনারেল মানেজার অ্যালেক্স মার্শাল বলেছেন, 'পেশাদার ক্রিকেটারদের দুর্নীতির চেষ্টার জন্য রিজওয়ান জাভেদকে ক্রিকেট থেকে দীর্ঘদিনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

বাবার চোখের জল মুছলেন

'নির্বাচকদের দরজা ভেঙে' ঢোকা সরফরাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করছেন। নির্বাচকদের দরজায় কড়া নাড়ছেন। ফর্মে থাকা কোনো ব্যাটারকে নিয়ে এমন কথা শোনা যায় হরহামেশাই।

তবে ভারতের ২৬ বছর বয়সী ব্যাটার সরফরাজ খান যা করেছেন, সেটাকে দরজায় কড়া নাড়া নয়; জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার হর্ষে ভোগলে তুলনা করেছেন নির্বাচকদের দরজা ভেঙে দলে ঢোকার সঙ্গে।

এমন বলার কারণ আছে যথেষ্টই। গত তিন-চার বছরে ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের ফোয়ারা বইয়ে দিয়েও জাতীয় দলে ডাক পাননি সরফরাজ। এক মৌসুমে তো তার গড় ছিল ১৫৬-এর কাছাকাছি! প্রায় ১২৩ করে রান করেছেন তার পরের মৌসুমেও।

২০১৯-২০ ও ২০২১-২০২২ টানা দুই মৌসুমে রঞ্জি ট্রফিতে তিনি করেছেন ৯০০-এর বেশি রান। ঘরোয়া ক্রিকেটে ৬৬ ইনিংসে তার গড় ৬৯.৮৫, যা ক্রিকেট ইতিহাসে চতুর্থ সর্বোচ্চ।

তারপরও সরফরাজ উপেক্ষিত ছিলেন। নির্বাচকরা তার স্থ'ল শরীর আর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যে অজুহাতে দলে নেননি বছরের পর বছর। বাবার চোখের জল মুছলেন 'নির্বাচকদের দরজা ভেঙে' দলে ঢোকা সরফরাজ অনেক আলোচনা-সমালোচনার পর সেই সরফরাজের অবশেষে জাতীয় দলে দরজা খুললো। ছেলে টেস্ট ক্যাপ হাতে পাওয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়লেন বাবা। এ যে অনেক সাধনার ফসল!

বাবার সেই আনন্দাশ্রুকে দুঃখে পর্যবাসিত হতে দেননি সরফরাজ। রাজকোটে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের প্রথম টেস্ট ইনিংসেই নিজের জাত চিনিয়েছেন। তুলে নিয়েছেন ফিফটি।

যেভাবে খেলছিলেন, আরও বড় কিছুও হতে পারতো। কিন্তু সতীর্থ রবীন্দ্র জাদেজার একটি ভুল কলে রানআউটের ফাঁদে পড়তে হয় সরফরাজকে। ৬৬ বলে ৯ চার আর ১ বাউন্ডারিতে থামে সরফরাজের ৬২ রানের ইনিংসটি।

ইনিংসটা হয়তো ৬২ রানের। কিন্তু এ যে অনেক উপেক্ষার জবাব! বাবার চোখের জল মুছে দেওয়ার জন্য ছেলের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের এমন একটি শুরুই যে যথেষ্ট!

পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা

দিয়েই দিলেন এমবাপে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গুঞ্জন ডালপালা মেলছিল আগে থেকেই। অবশেষে ঘোষণাটা দিয়েই দিলেন কিলিয়ান এমবাপে। চলতি মৌসুমের শেষে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) ছাড়ছেন ফরাসি তারকা। এরই মধ্যে ক্লাবের সভাপতি নাসের আল খেলাইফিকে সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। মার্কা, দ্য গার্ডিয়ান, বিবিসি, স্কাই স্পোর্টসসহ বড় বড় গণমাধ্যমে ফলাও করে ছাপা হয়েছে এই খবর।

প্রতি মৌসুমের দলবদলে এমবাপের পিএসজি ছাড়ার গুঞ্জন উঠলেও সেটি সত্য হয়নি। তবে এবার এমবাপে নিজেই পিএসজির সঙ্গে ৭ বছরের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন। তার ভবিষৎ গন্তব্য কোথায়, তা অবশ্য খোলাসা হয়নি।

তবে লা লিগার ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদই যে হতে যাচ্ছে তার পরের ঠিকানা, সেটি একপ্রকার নিশ্চিতই। ইউরোপের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে এ বিষয়ে প্রতিবেদন এসেছে। এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বাকি।

২০১৭ সালে মোনাকো থেকে প্যারিসের ক্লাবটিতে নাম লেখান এমবাপে। ২০২২ সালে এমবাপের রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়া বলতে গেলে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে তিনি পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেন। চুক্তি অনুযায়ী ২০২৪ সাল পর্যন্ত তার প্যারিসে থাকার কথা।

যদিও চুক্তিতে শর্ত ছিল, এমবাপে চাইলে মেয়াদ এক বছর বাড়াতে পারবেন। তবে আর সেটি করছেন না। চলতি মৌসুম শেষে ফ্রি এজেন্ট হয়ে ক্লাব ছাড়তে চান এই তারকা।

পিএসজির একটি সূত্র বলেছে, 'ক্লাব ছাড়ার বিষয়ে সব শর্তে এখনো দুই পক্ষ একমত হতে পারেনি। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে এমবাপে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে পিএসজি ছাড়ার ঘোষণা দেবেন।'

২৫ বছর বয়সী এমবাপ্পে এরই মধ্যে দুবার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছেন, একবার জিতেছেন। জিতেছেন গোল্ডেন বুটের পুরস্কারও। এরই মধ্যে বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়দের একজন হিসেবে স্বীকৃতিও পেয়েছেন। তবে ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে বড় অর্জন চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা এখনো জেতা হয়নি তার। সেই স্বপ্ন সত্য করতেই রিয়ালে যাচ্ছেন ফরাসি তারকা।

চাকরি হারালেন মোহাম্মদ হাফিজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারত বিশ্বকাপের পরপরই পাকিস্তান দলের ডিরেক্টরের দায়িত্ব পান মোহাম্মদ হাফিজ। একই সঙ্গে প্রধান কোচ হিসেবেও কাজ করেছেন। তবে খুব বেশি দিন টিকতে পারলেন না। গত নভেম্বর থেকে পাকিস্তান দলের পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছিলেন হাফিজ। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে কাজ করেছেন প্রধান কোচ হিসেবেও। পাকিস্তান দু'টি সিরিজেই হারে বড় ব্যবধানে। অস্ট্রেলিয়ায় তিন টেস্টের সিরিজ হারে ৩০ ব্যবধানে, নিউজিল্যান্ডে পাঁচ টি-টোয়েন্টির সিরিজ ৪১ ব্যবধানে।

এই সময়ে ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাফিজের সম্পর্কেও অবনতি ঘটে। পাশাপাশি মাঠের ব্যর্থতারও দায় পড়ে হাফিজের কাঁধে। সবমিলিয়ে এবার হাফিজকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দিয়েছে পিসিবি। ১৫ ফেব্রুয়ারি এক এক্স বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড। এ সময় হাফিজকে তার কাজের জন্য ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি আগামীর জন্য শুভকামনাও জানিয়েছে বোর্ড।

পিসিবি লিখেছে, 'পিসিবি মোহাম্মদ হাফিজকে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ডিরেক্টর হিসেবে তার অমূল্য অবদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। খেলাটির প্রতি হাফিজের ভালোবাসা এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে তার মেন্টরশিপ খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করতে বড় ভূমিকা রেখেছে। পিসিবি হাফিজকে শুভকামনা এবং ভবিষ্যতের জন্য সাফল্য কামনা করছে।'

পিসিবির মিডিয়া ডিরেক্টর আলিয়া রশিদ সংবাদ সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, 'গত মাসে নিউজিল্যান্ড সিরিজ শেষেই হাফিজের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। পিসিবি এটা আর বাড়াচ্ছে না।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR